ওডিএস আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ নীতিমালা ২০২১

প্রেক্ষাপট

মন্ট্রিল চুক্তি বা মন্ট্রিল প্রটোকল (Montreal Protocol) হচ্ছে ওজোন স্তর রক্ষা করার একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। ওজোন স্তরকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মন্ট্রিল চুক্তি ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হয় যা ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। মন্ট্রিল চুক্তি এ পর্যন্ত মোট ৫ বার সংশোধন (সর্বশেষ ২০১৬ সালে) করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে এবং এর সকল সংশোধনী অনুস্বাক্ষর করেছে। মন্ট্রিল প্রটোকলের মন্ট্রিল সংশোধনী অনুযায়ী প্রতিটি স্বাক্ষরকারী দেশ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের (Ozone Depleting Substances-ODS) আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে লাইসেন্সিং প্রথা প্রবর্তন করেছে। বাংলাদেশ সরকারও এ লক্ষ্যে ২০০৪ সালে '***ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪***[1]' প্রণয়ন করেছে এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে বিধিমালাটি সংশোধন করা হয়েছে। ২০০৫ সাল হতে বাংলাদেশে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আমদানিকারকদের লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যকতা পরিপালন এবং ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৪ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যে অন্যতম ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ যেমন: সিএফসি (chlorofluorocarbon), কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড (carbon tetrachloride), মিথাইল ক্লোরফরম (methayl cholroform), হ্যালন (halon), মিথাইল ব্রোমাইড (methyl bromide) ইত্যাদির ব্যবহার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র এইচসিএফসির (hydrochlorofluorocarbons) আমদানি অব্যাহত রয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় (৯৭.৫%) শূণ্যর কোটায় নামিয়ে আনতে হবে। এখন পর্যন্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার প্রায় ৯৩% হ্রাস করা হয়েছে। দেশের এইচএফসি (hydrofluorocarbons)-এর ভিত্তি পরিমান ২০০৯ ও ২০১০ সালের গড় আমদানির উপর নির্ভর করে ৭২.৬ ওডিপি টন (Ozone Depleting Potential) নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নির্ধারিত ওডিপি টন হতে প্রটোকল নির্ধারিত হারে প্রতিবছর আমদানি কোটা হ্রাস পাচ্ছে এবং সে অনুযায়ী আমদানিকারকদের মধ্যে কোটা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১৩ মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আমদানিকারকদের মধ্যে কোটা বরাদ্দ করা হয়। কোটা বরাদ্দের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে মহাপরিচালককে সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালককে আহবায়ক করে পরিবেশ অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে '***ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানী লাইসেন্স বরাদ্দ কমিটি***' গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কর্তৃক ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানীর জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নপূর্বক কোটা বরাদ্দের লাইসেন্স প্রদানের জন্য যোগ্য আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করে মহাপরিচালককের নিকট সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে মহাপরিচালক কর্তৃক যোগ্য আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে কোটা বরাদ্দের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

মন্ট্রিল প্রটোকল ও মাল্টিলেটারেল ফান্ডের সহিত চুক্তি অনুযায়ী বছরভিত্তিক নিম্নোক্ত পরিমাণে বাংলাদেশ কর্তৃক ওডিএস আমদানি করা যাবেঃ

সাল	ওডিএস আমদানির সর্বোচ্চ পরিমাণ
২০২১	৪৭.২২
২০২২	৪৭.২২

[1] http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/b0928f6a_53c4_4af2_a444_49804c923fbd/ODS%20Rules%2C2004%20-%20Combiend.pdf

সাল	ওডিএস আমদানির সর্বোচ্চ পরিমাণ
২০২৩	৩০.৫০
২০২৪	২৬.৫০
২০২৫	২৩.৬১

ওডিএস আমদানীর লাইসেন্স প্রদানে অনুসরণীয় নীতিসমূহঃ

মন্ট্রিল প্রটোকল ও মাল্টিলেটারেল ফান্ডের সাথে চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশে ওডিএস-এর আমদানি ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং আমদানিকৃত ওডিএস-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ওডিএস আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে (উৎপাদনকারী, সার্ভিসিং এবং বানিজ্যিক আমদানিকারক) ওডিএস আমদানির লাইসেন্স বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবেঃ

(ক) আবেদন পদ্ধতিঃ

১। পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওডিএস আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক বছরে ২ (দুই) বার (জানুয়ারি ও জুলাই মাসে) কোটা বরাদ্দের জন্য আমদানিকারকদের নিকট হতে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের আহবান করবেন;

২। উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারিত থাকবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ কিংবা ভুল তথ্য প্রদান অথবা নির্ধারিত সময়সীমার পর দাখিল হলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

৩। প্রটোকলের বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রতিবছর কোটা হ্রাস পাচ্ছে বিধায় R-22 গ্যাস আমদানির লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন কোনো আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

(খ) তালিকা প্রণয়ন

পরিবেশ অধিদপ্তরের ওজোন সেল কর্তৃক আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত বৈধ আবেদনসমূহ (বাতিল আবেদনপত্র ব্যাতীত) নিম্নোক্তভাবে শ্রেনীবিন্যাস করে আবেদনপত্রসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবেঃ

১। ভিত্তি বছর বা এর পূর্বে (২০০৯-১০ অথবা এর পূর্বে) ওডিএস আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন;

২। বিভিন্ন সময়ে ওডিএস আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন;

৩। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত সময়ে যেসকল আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এমন আবেদনসমূহ।

(গ) আবেদন যাচাই-বাছাই

১। মূল্যায়ন যোগ্য আবেদনপত্রসমূহ এসি/ফ্রিজ উৎপাদনকারী, সার্ভিসিং ও বানিজ্যিক আমদানীকারক হিসেবে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে;

২। প্রাপ্ত আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে প্রতি বছর একবার করে সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে;

৩। কোটা বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একই আবেদনকারীর নামে একাধিক আবেদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি আবেদন বিবেচনা করা হবে। পরিবারের একাধিক সদস্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুইজনের আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে। ~~এক্ষেত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানের ওডিএস গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে~~ হবে। উল্লেখ্য, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা একই পরিবারের সদস্য হিসেবে গন্য হবে।

(ঘ) লাইসেন্স বরাদ্দের সুপারিশ

১। অনুচ্ছেদ (খ) মোতাবেক প্রণীত তালিকা এবং অনুচ্ছেদ (গ) মোতাবেক আবেদন যাচাই-বাছাই করে ওডিএস বরাদ্দ সংক্রান্ত কমিটি আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে কোটা বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

২। ওজোন সেল/এতদসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওডিএস গ্যাস আমদানির লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ, শ্রেণী বিন্যাসকৃত তালিকা প্রণয়ন, সরেজমিন পরিদর্শন, পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ম্যাট্রিক্স তৈরি, কার্যপত্র উপস্থাপনসহ সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে;

৩। ওডিএস আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ সংক্রান্ত কমিটি কোটা বরাদ্দের জন্য যোগ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের চূড়ান্ত তালিকাসম্বলিত সুপারিশ অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট পেশ করবেন;

৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ওডিএস আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ সংক্রান্ত কমিটি প্রয়োজনে নীতিমালা সংশোধন/হালনাগাদ করবে;

(ঙ) মূল্যায়ন পদ্ধতি

১। পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেল-এর সার্বিক সহায়তায় ওডিএস আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ সংক্রান্ত কমিটি আবেদনপত্রসমূহে উল্লেখিত তথ্য এবং এ নীতিমালার আওতায় নির্ধারিত নির্ণায়কসমূহের আলোকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের একটি খসড়া মূল্যায়ন প্রস্তুতপূর্বক তা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন;

২। সভায় মিলিত হয়ে কমিটির সদস্যগণ খসড়া তালিকার আলোকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন;

৩। বৈধ আবেদনপত্রসমূহ হতে কোটা বরাদ্দের জন্য যোগ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিম্নের ছকে উল্লেখিত নির্ণায়কসমুহের বিপরীতে প্রদত্ত নম্বর অনুসরণ করা হবেঃ

ক্রম	নির্ণায়ক	মান বন্টন	মন্তব্য
১	ওডিএস গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা	৩০	১০ বছর বা তদূর্ধ্ব = ৩০; ৭-৯ বছর = ২৫; ৪-৬ বছর = ২০; ১-৩ বছর = ১৫
২	ওডিএস গ্যাস আমদানির মূল লক্ষ্য	১৫	নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং/ সার্ভিসিং = ১৫, বানিজ্যিক আমদানীকারক/বিক্রয় = ১০
৩	যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ নিজস্ব স্টোরেজ সুবিধা	১০	উত্তম মান = ১০, নিম্ন মান = ৫, স্টোরেজ না থাকলে = ০
৪	বিগত বছরে আর-২২ ছাড়া অন্য রিফ্রিজারেন্ট, কম্প্রেসর, কনডেনসর ইত্যাদি আমদানি সংক্রান্ত তথ্য	১০	রেফ্রিজারেন্ট/ কম্প্রেসর/ কনডেনসর ইত্যাদি আমদানি = ১০; না থাকলে = ০
৫	সর্বশেষ বরাদ্দকৃত কোটার বিপরীতে নির্ধারিত সময়ে ওডিএস আমদানি	০৫	নির্ধারিত সময়ে ওডিএস আমদানি = ৫ বিলম্বে আমদানি = ৩, আমদানি ব্যর্থ = ০
সর্বমোট		**৭০**	